115

তারিখ 13 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বোর্ডে খাতা পুনঃ নিরীক্ষায় নাটকীয় কোন পরিবর্তন নেই

পুনঃ নিরীক্ষার মানে 'নম্বরের যোগফল পরীক্ষা'

রাশেদ আহমেদ ॥ ঢাকা বোর্ডে চলতি বছরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়নে রেকর্ড পরিমাণ আবেদন জমা পড়লেও বোর্ডের নিরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের খাতার নম্বরে তেমন কোন নাটকীয় পরিবর্তন হয়নি। অধিকাংশ খাতাই পুনঃ নিরীক্ষার পর পূর্ব নম্বরই বহাল থেকেছে। খাতা পুনঃ নিরীক্ষার সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। এসএসসি পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষার রেজাল্ট ২৪শে ডিসেম্বর দিয়ে দেয়া হয়েছে। এইচএসসি'র রেজাল্ট আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে দেয়া হবে।

বোর্ড অফিস সূত্র জানিয়েছে, এসএসসি'তে খাতা পুনঃ নিরীক্ষার জন্যে ৫ হাজার ৫শ' ২৫টি আবেদন পড়েছিল। সেখানে মাত্র ১শ' ৩৪টি খাতায় নম্বর বেড়েছে। পরীক্ষকের অসতর্কতাবশত যোগফল ভুল হবার কারণে এই খাতাগুলোতে নম্বর কম হয়েছিল। এইচএসসি পরীক্ষায় ৬ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী খাতা পুনঃ নিরীক্ষা চেয়েছিল। তার মধ্যে ১শ' ৭৫টি খাতার নম্বর বেড়েছে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। যাদের ফল অপরিবর্তিত রয়েছে তাদের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি যাবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি শাখার উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক খাতা পুনঃ নিরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে জানান, ছাত্রছাত্রীদের খাতা পুনঃ নিরীক্ষা বলতে শুধুমাত্র খাতার প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে দেখা হয় এবং কোন প্রশ্নোত্তরের ভুলক্রমে নম্বর দেয়া বাদ পড়ল কিনা তা পরখ করা হয়। অর্থাৎ কোন পরীক্ষার্থী যদি ইংরেজি প্রথম পত্রে খাতা পুনঃ নিরীক্ষা চায় তাহলে তার ঐ খাতাটি বের করে বাছাইকারীদের দ্বারা নম্বরসমূহ যোগ করানো হয়। যদি যোগফলে হেরফের থাকে তাহলেই তা শুদ্ধ করে দেয়া হয়। খাতা পুনরায় পরীক্ষক দ্বারা পুরো পরীক্ষা করার নিয়ম বোর্ড অফিসে নেই।

কোন পরীক্ষার্থীর খাতার প্রশ্নোত্তরে নম্বর কম দেয়া হয়েছে বলে প্রবল সন্দেহ হলেও দ্বিতীয়বার নম্বর বাড়ানো হয় না। দীর্ঘদিন হতে এ নিয়ম চলে এসেছে।

বোর্ড অফিসের প্রচলিত এই নিয়ম সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক এক চেয়ারম্যান 'সংবাদ'কে জানান, তিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ঢাকা বোর্ডে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। ভৈরব স্কুলের এক পরীক্ষার্থিনী প্রত্যেক বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেয়েও একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। পরে সে ঐ বিষয়ে আপত্তি তুলে পুনঃ নিরীক্ষার আবেদন করে। কিন্তু বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী তার খাতার শুধু নম্বরের যোগফল পরীক্ষা করে দেখে আগের নম্বরই বহাল রাখা হয়। কিন্তু আসলে মেয়েটির খাতার প্রশ্নোত্তরে সঠিক নম্বর দেয়া হয়নি। এ নিয়ে বহু দেনদরবার করেও বোর্ডের নিয়ম ভাঙা যায়নি। প্রতিটি বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়েও শুধু একটি বিষয়ে পরীক্ষকের অবহেলার কারণে মেয়েটির ভাগ্যে অকৃতকার্যের ফলাফল জুটেছে। তিনি বলেন, ঐ ঘটনার পর বোর্ডের খাতা পুনঃ নিরীক্ষার ঐ নির্মম নীতি পরিবর্তনের জন্যে বহু চেষ্টা সফল হওয়া যায়নি। তিনি বলেন, পরীক্ষকের খামখেয়ালীর জন্যেও অনেক ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট হয়।

ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সংবাদকে বলেন, পরীক্ষার খাতা পুনঃ মূল্যায়ন বলতে পরীক্ষার্থীর আপত্তিকৃত খাতা পুনর্বার পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু বোর্ডের খাতার শুধু নম্বর যোগ করে দেখার নিয়ম খুবই অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তিনি বলেন, একজন পরীক্ষার্থী ৯০ টাকা ফি জমা দিয়ে একটি খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করবে অথচ তার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল শুধু পরখ করে দেখা হবে এটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এ নিয়ম পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এইচএসসি'র ছাত্র নাজমুল পুনঃনিরীক্ষা ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৬

পুনঃনিরীক্ষা ঃ পরিবর্তন নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসান তার আপত্তি তুলে বলেন, শুধু নম্বরের যোগফল পরখ করে দেখা খাতা পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে না এবং এ জন্যে ৯০ টাকা ফি নেয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়।

চলতি বছরেই এসএসসি ও এইচ-এসসিতে খাতা পুনঃ নিরীক্ষার জন্যে রেকর্ড পরিমাণ আবেদন পড়েছে। গত বছর অর্থাৎ '৯৪ সালে এসএসসিতে মাত্র ১৮শ' এবং এইচএসসিতে ১৫শ' আবেদন পড়েছিল। চলতি বছর তার ৪ গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। তাদের ধারণা ছিল পরীক্ষক অসতর্ক-তাবশত তাদের ঐ আপত্তিকৃত খাতায় কম নম্বর দিয়েছে। প্রতিটি খাতা পুনঃ নিরীক্ষার জন্যে ছাত্রছাত্রীকে ৭৫ টাকা ফি ও ১৫' টাকা কমিশন অর্থাৎ ৯০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট করতে হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রীই ৪ থেকে ৫টি বিষয়ে খাতা পুনঃ নিরীক্ষা চেয়েছিল। সে হিসেবে এক একজন ছাত্রছাত্রীর ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা খরচ হয়েছে।